

সাহাবিদের সান্নিধ্যে
আবু বকর (রা)



অনুবাদ এবং পরিমার্জনাঃ মুফতি মেহ্ৰ কালেকশন ইন বাংলা টিম

প্রথম দিন

এই বছরে আমরা আমাদের জীবনের জন্যে সত্যিকারের মহাপুরুষ- রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের (রা) জীবন নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাদের সবার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর শুরু তাকে দিয়েই করা উচিত, যিনি সেই সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মাথায় চাপিয়েছেন। কোন বিতর্ক ছাড়াই¹ যিনি আল্লাহর নাবীদের (আ) পরে সবচেয়ে উত্তম মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে পা ফেলেছেন। তিনিই হচ্ছেন আবু বকর সিদ্দিক (রা), আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন।

‘আবু বকর সিদ্দিক’ নামটি আমরা সবাই জানি। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ না-ও জেনে থাকতে পারি যে তার আসল নাম ছিল আব্দুল্লাহ। ‘আবু বকর’ হচ্ছে অনেকটা ছদ্মনামের মত, আরবি ভাষায় যেটা ‘কুনিয়া’ নামে পরিচিত। আর ‘আস-সিদ্দিক’ হচ্ছে তাকে পরবর্তী সময়ে দেওয়া একটি উপাধি। তাঁর পিতার নাম ছিল উসমান, তিনি আবু কুহাফা নামেও পরিচিত ছিলেন। তাই আবু বকর (রা) পরিচিত ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন আবি কুহাফা অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান হিসেবে²।

কেন আবু বকর আস সিদ্দিক (রা) সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন- সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। আমরা প্রতিদিন তারাবির সালাতের পর ইনশা আল্লাহ ৩০ মিনিট ধরে এভাবে আপনাদের নিকট কিছু সাহাবীদের (রা) জীবন নিয়ে আলোচনা করব। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের সবার হতে এটি কবুল করে নিন [আমীন]।

আবু বকর সিদ্দিক [রা]-এর মা ছিলেন ‘উম্মুল খাইর’ বলে পরিচিত ছিল। উনার আসল নাম সালমা বিনতে সাখর। তাঁর একটি সুন্দর কাহিনি রয়েছে, সেটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে শুনব [ইনশা-আল্লাহ]।

¹ এই ব্যাপারে সুন্নিদের মধ্যে দ্বিমত নেই। শিয়ারা যদিও আলি [রা]-এর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, সেটা আহলুস সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে। শিয়াদের অনেকেই বরং আবু বকর [রা] এর উপর মিথ্যা এবং বাজে অপবাদ আরোপ করে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর অবস্থান হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ, প্রচুর দলিলের সাথে আবু বকর [রা] এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেবার পাশাপাশি আমরা আলি [রা]-কেও ইসলামের অন্যতম একজন খলিফা হিসেবে স্বীকার করি।

² আরবের রীতি হচ্ছে বাবার নামের আগে ‘আবু’ যোগ করে ডাকা। এখানে সেটার কথা বলা হয়েছে।

আবু বকর [রা] মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন, হস্তিবর্ষের ২ বছর পরে। আর আমরা জানি যে, হাতির বৎসর হচ্ছে সেই বছর যে বছরে মুহাম্মাদ (সা) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি মুহাম্মাদ (সা) হতে প্রায় ২ থেকে আড়াই বছরের ছোট ছিলেন।

ইসলামের পূর্ব থেকেই ন্যায়পরায়ণতাঃ

তরুণ বয়সে তিনি সবার ভালবাসা পেয়েছিলেন, এমনকি জাহিলিয়ার সময়েও সবাই তাকে ভালবাসত। তাঁর আচার-আচরণ এবং চরিত্র ছিল মহান। সবসময় তিনি নিজেকে অনেক সম্মানজনকভাবে রেখেছেন, এমনকি ইসলামের আগেও। নবুয়তের আগে থেকেই মুহাম্মাদ (সা) এর বন্ধু ছিলেন। আর আবু বকর আস সিদ্দিক (রা)-এর জীবনের একটি মহৎ এবং উল্লেখযোগ্য দিক যে তিনি সবসময় পরিস্কার এবং পবিত্রতাকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে ইসলামের পূর্বেও তিনি মদ পান করতেন না। তাকে একবার এসব নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি পরিস্কার বক্তব্য প্রদান করে বলেন যে- আমি আমার মর্যাদা ও সুপরিচিতি রক্ষা করতে চাইব, আমি অন্যদের দেখেছি যারা মদ পান করে তারা তাদের মর্যাদা ও সুপরিচিতি হারিয়ে ফেলে। তাই আমি এমন কিছু করব না যাতে আমি আমার মর্যাদা অথবা পরিচিতি হারিয়ে ফেলি। এক মুহূর্তের জন্য থেমে আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করছি- আমাদের কয়জন প্রস্তুত আছে যারা এরকম হীন কাজকে ছুঁড়ে ফেলব, যার কারণে আমরা আমাদের মর্যাদা ও পরিচিতি হারিয়ে ফেলি? আল্লাহ্ (সুব) আমাদের জন্যে সহজ করুক।

বস্তুত আমাদের সামনে ইসলাম রয়েছে, যা ইতিমধ্যে আমাদের শিখিয়েছে- যদি আপনি এই পথ অনুসরণ করেন, তার ফলে আপনি আপনার মর্যাদা ও সুপরিচিতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। আর যদি আপনি সে পথ হারিয়ে ফেলেন বা অন্যদিকে ফিরে যান, তাহলে মর্যাদা ও সুপরিচিতি হারিয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদের মঙ্গল করুক।

ব্যবসায় সততাঃ

তিনি অনেক দেশে, অনেক এলাকায়, অনেক জায়গায় গিয়েছিলেন। আজ আমরা মানচিত্রে তাকালে এমন অনেক জায়গা পাবো যেখানে তিনি ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেছিলেন। আর প্রত্যেকটা জায়গাতেই, যেখানেই তিনি গিয়েছিলেন, তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত

ছিলেন। এখানে আমাদের নিজেরদেরকে আবার প্রশ্ন করা উচিত, যখন আমরা আমাদের ব্যবসা করি, আমরা কতটা ন্যায্যনিষ্ঠ থাকি? এই শিক্ষাটি আমরা সাহাবীদের জীবনীগুলো থেকে পেয়ে থাকি।

আরবদের বংশের ব্যাপারে জ্ঞান এবং অন্যের বংশের ব্যাপারে যেমন ছিলেনঃ

আরবদের বংশের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান ছিল অপ্রতুল। তিনি লোকজনের পরিবার এবং বংশ পরিচয় জানতেন, এমনকি তাদের পূর্বপুরুষ এবং তার আগের মানুষদের ব্যাপারেও জ্ঞান রাখতেন। তাই তিনি কুরাইশের যেকোনো ব্যক্তির সঠিক পরিচয় বলে দিতে পারতেন। আর আজ আমরা আমাদের নিজ বংশ-পরিচয়ই ঠিকঠাক জানি না! মাঝে মাঝে আমরা কিছু আত্মীয়ের এমনকি জানি-ও না যে তাঁরা কিভাবে আমাদের আত্মীয় হয়! আল্লাহ্ (সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা) আমাদের রক্ষা করুন।

ইসলাম আমাদের জন্য আত্মীয়দের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা কিভাবে আমাদের আত্মীয়দের সেই অধিকারগুলো রক্ষা করতে পারবো যদি আমরা তাদের ঠিকমতো নাই-বা চিনি? আর আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে খেয়াল করুন, আল্লাহ্র দয়া ও শান্তি ওনার উপর বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ্ ওনার উপর সন্তুষ্ট হোক- সবাই তাকে বংশ পরিচয় জানার জন্য ডাকত এবং তারা জানত যে তিনি যা বলতেন, তা সঠিক হত। তিনি এই ব্যাপারে সহজাত গুণসম্পন্ন ছিলেন।

তাঁর একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কখনো কোন পরিবারের ব্যাপারে বা বংশের ব্যাপারে খারাপ কথা বলতেন না, যেমনঃ “আপনাদের জাতি এই”, বা “আপনার গোষ্ঠী সেই” ইত্যাদি বাজে ধরনের কথাবার্তা। তিনি (রাঃ) সবসময় ভাল গুণগুলো উল্লেখ করতেন। এখান থেকে আমরা আরও একটা শিক্ষা পাই- যদি আপনি মানুষের নিকট প্রিয় হতে চান, তাহলে ভাল গুণগুলো উল্লেখ করবেন ইনশাআল্লাহ্, যেভাবে আবু বকর [রা] ইসলামের আগেই তাঁর লোকদের কাছে প্রিয় ছিলেন। কারণ তিনি শুধুমাত্র অন্যের ব্যাপারে ভাল কথা বলতেন। তিনি যদি কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকদের ব্যাপারে অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিবারের ব্যাপারে খারাপও জানতেন, তারপরও তিনি ভাল গুণগুলোই উল্লেখ করার চেষ্টা করতেন। এখানে আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু ভাল গুণ রয়েছে। আপনি যদি তা খোঁজেন, আপনি পাবেন। তাই মানুষের খারাপটা

উল্লেখ না করে ভাল দিকগুলো তুলে ধরাকে গুরুত্ব দিন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুক এবং আমাদের এমন সুন্দর মুখ দান করুক যা দিয়ে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারি, যা দিয়ে আমরা আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলার সুন্দর নামগুলো উচ্চারণ করতে পারি এবং যার মাধ্যমে আমরা অন্যকে কষ্ট না দেই। আল্লাহ্ আমাদের এমন একটি সুন্দর মুখ দান করুন যেন আমরা তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে সত্যি সত্যি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারি।

জিহ্বাকে সতর্ক করাঃ

আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর জীবনে পরের দিকের কাহিনী- একদিন উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং আবু বকর (রা)-কে জিহ্বা ধরে থাকতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এর কারণ কি? আবু বকর (রা) বললেন- আমি এটাকে সতর্ক করছি, কারণ এর দ্বারা আমি এমন কিছু কথা বলেছি যা বলার কারণে আমি গর্বিত নই। ভেবে দেখুন, আল্লাহর নাবীদের (আ) পর শ্রেষ্ঠ যেই মানুষ পৃথিবীতে পদচারণা করেছেন, তিনি বলছেন যে তিনি জিহ্বা দ্বারা ভুল কিছু বলে ফেলেছেন, তাই এক্ষেত্রে সতর্ক হবার জন্যে তা ধরে রেখেছিলেন! আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমাদের জিহ্বা ও মুখের ব্যাপারে সাবধান থাকার তৌফিক দান করুন [আমীন]।

আবু বকর (রা) শুধু ভাল মানুষদের সাথে চলতেন। কারণ তিনি মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে জানতেন, তিনি জানতেন যে কাদের সাথে থাকলে সেটা তাঁর জন্যে উপকার হবে, আর কাদের সাথে থাকলে সেটা তাঁর জন্যে ক্ষতিকর হবে। তাই তিনি খারাপ মানুষদের সঙ্গে এড়িয়ে চলতেন, ইসলামের পূর্বকাল থেকেই। আমাদের কয়জন খারাপ সঙ্গে বা আমাদের উপর খারাপ প্রভাবকারীদের পরিত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত আছি? আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুক। তিনি আমাদের শক্তিশালী করে তুলুন এবং ভাল-সঙ্গ ও খারাপ-সঙ্গের মধ্যে পার্থক্য করার সক্ষমতা প্রদান করুন [আমীন]।

এমনই ছিলেন আবু বকর (রা)। আর এর ফলস্বরূপ তিনি সঠিক এবং বৈঠককে আলাদা করতে পারতেন। তিনি বুঝতে পারতেন কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। আর এই কারণে তিনি রাসুল (সা) এর সাথে অনেক ভালভাবে মিলেমিশে গিয়েছিলেন ইসলামের আগে থেকেই, কারণ উভয়ের তাদের মধ্যে একই রকম গুণ ছিল। [ইসলামের আগে] রাসুল (সা)-ও কখনো খারাপ মানুষের সাথে বসতেন না। তিনি মদ্যপান করতেন না, কোন খারাপ কাজ করতেন না। আবু বকর সিদ্দিক

(রা) ইসলামের পূর্বেও কখনো মূর্তিপূজা করেননি, কোন মূর্তির সামনে মাথা নত করেননি। কারণ- বড় হতে হতেই বুঝতে পারেন যে এগুলো ভুল- এই মূর্তিগুলো না আমাদের খাওয়ায়, না এগুলো আমাদের কোন উপকার করে। এগুলো আমার কোনো ক্ষতিও করে না- তাহলে কেন আমি উপাসনা করি অথবা কেন আমি এই মূর্তিগুলোর উপাসনা করবো? তাই এটাও আবু বকর সিদ্দিক [রা] এর একটি গুণ।

জীবনে তিনি প্রচুর ভ্রমণ করেছিলেন এবং তাকে সবাই পছন্দ করতো- যেমনটা আমরা কিছুক্ষণ আগে জানলাম। এই কথাটা উল্লেখ করার পিছনে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে-ইসলামে প্রবেশের পূর্বে, তাঁর জীবনে এমন একটা সময় এসেছিল যখন তার নেট সম্পদ ছিল ৪০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা। তিনি এমন সম্পদশালী মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর সম্পদের অহংকার ছিল না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে- এই সম্পদ সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে আমাদের প্রতি উপহার এবং এই সম্পদকে আমাদের সঠিক পথে ব্যয় করতে হবে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে এটা বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং তার ইসলামে আসার গল্পটা কি? কিভাবে তাঁর মতো ভাল একজন মানুষ, ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তি, ইসলামের পূর্বেই অন্যদের কাছে পছন্দের একজন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন?

ইসলামে আসার গল্পঃ

যখন রাসুল (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) আল্লাহ সুবহানাহ্-ওয়া-তা'আলার কাছ থেকে নবুওয়ত প্রাপ্ত হলেন, তখন কুরাইশ বলতে শুরু করলো- এই যে মানুষটা, সে আমাদের মূর্তিগুলো নিয়ে বাজে কথা বলছে। অথচ বাস্তবে তিনি মোটেও বাজে কথাবলছিলেন না, এটা ছিল তাঁর উপর মিথ্যারোপ। তিনি বলেছিলেন যে এই মূর্তিগুলো মিথ্যা, মূর্তিপূজা ভুল, আর তারা একে বাজে কথা হিসেবে নিয়েছিল। তারা বলেছিল- সে আমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে বাজে কথা বলছে, আবার সে এগুলোকে মিথ্যাও বলছে, যেগুলো আমাদের পূর্বপুরুষেরা এনেছিল। তারই সাথে সাথে সে এগুলোর ব্যাপারে অশুভ কথা বলছে, যেগুলো আমরা আমাদের সংস্কৃতি হিসেবে মেনে করে থাকি। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এগুলো শুনেছিলেন, আর এটা সেই সময় ছিল যখন তিনি সঠিক ধর্মের সন্ধানে ছিলেন। কারণ আমি বলেছি যে- তিনি মূর্তির সামনে মাথা নত করতেন না, না করতেন সেগুলোর উপাসনা কিংবা পূজা। আর যেখানেই তিনি ভ্রমণ করতেন, তিনি সঠিক দ্বীনের তালাশ

করতেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের মানুষদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞেস করতেন- এটাই কি তাহলে আপনাদের বিশ্বাস? আর তাঁর (এলাকা/কওমের) লোকেরা যা বিশ্বাস করতো, সেই বিশ্বাসের সাথে তিনি অন্যান্যগুলো তুলনা করতেন। কোনটা বেশি সঠিক বের করার চেষ্টা করতেন। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানতেন। সবসময় সত্যের খোঁজে থাকতেন, এতটাই বেশি করতেন যে- একদিন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং আস-সামের একজন ব্যক্তিকে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি সেই একই সন্ন্যাসী যিনি রাসুল (সা)-এর চাচা বা দাদাকে বলেছিলেন- সতর্ক হন, এই যুবকটি পরবর্তীকালে একজন নবী হতে চলেছে!

তিনি (সন্ন্যাসী) আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘আপনি কোথা থেকে এসেছেন?’

‘আমি মক্কা থেকে এসেছি।’

‘আপনি কোন বংশের?’

‘আমি কুরাইশ বংশের।’

‘এই স্বপ্নটিই কি আপনি দেখেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের মাঝ থেকে একজন নবী হবেন এবং আপনি তাঁর প্রধান সাহাবীদের মধ্যে একজন হবেন!’

আল্লাহ্ (সুবহানু ওয়া তা’আলা) আমাদের জন্য সহজ ও মঙ্গল করুক। এই বিষয়টি আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সত্য ধর্মের সন্ধানে ছিলেন। একসময় তিনি যাইদ ইবন আমর ইবনে নুফাইলের সাথে কাবার নিকটে বসেছিলেন। হঠাৎ একজন কবি তাদের পাশ দিয়ে গেলেন। কবির নাম ছিল উমাইয়া ইবন আবুসালত, তিনি তখনকার প্রসিদ্ধ ও ন্যায্যবান কবি ছিলেন। তিনি কোন খারাপ কাজে লিপ্ত ছিলেন না। উমাইয়া ইবন আবুসালতের কবিতা

এতই জোরালোও ছিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন, তিনি মুসলিম হয়ে যেতে পারতেন^৩। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদের ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার তৌফিক দান করেন যাতে আমরা কেবল মুখেই না, কাজেও ইসলামকে মানতে পারি।

আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বসেছিলেন, এবং দেখলেন উমাইয়া ইবন আবুসসালতকে। তাঁরা কথা বললেন কারণ তারা উভয়েই সত্যের সন্ধানে ছিলেন। উমাইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কিছু পেয়েছেন? ভাল কিছু (দ্বীন) পেয়েছেন? তিনি বললেন- আমি ভালোর [দ্বীনের] খোঁজেই আছি, কিন্তু এখনো খুঁজে পাই নাই। তারপর উমাইয়া একটা তথ্য জানালেন যে- একজন নাবি আসছে, হয় তোমাদের বংশ হতে নাইয় আমার বংশ হতে। এটা শুনে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) অধৈর্য হয়ে গেলেন। তিনি দৌড়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ছিলেন সেই ব্যক্তি যার কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির সময় খাদিজা (রাঃ) নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই যখন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গিয়ে বললেন-উমাইয়া এমন কথা বলছিল। আমি জানি না আমাদের মাঝ থেকে কোন নবী হবে। শুনে ওয়ারাকা বললেন, কিতাবগুলোর মতে, এই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একজন নবীর আসার কথা। আর সময় হয়ে গেছে- হয় সে এসে পড়েছে অথবা খুব শীঘ্রই আসছে!

উল্লেখ্য যে, সেই সময়-ই আবার কুরাইশরা রাসুল (সা)-র নবুওয়্যতের দাবীর ব্যাপারটি বলাবলি করছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর কাছে গেলেন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম স্বাধীন ব্যক্তি যিনি তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, ও মুহাম্মদ, আপনি আমার বন্ধু। আমরা একসাথে বেড়ে উঠেছি। আমি আপনাকে জানি। আপনি সত্যবাদী। আপনি সৎ। কুরাইশরা বলছে যে আপনি সেই ব্যক্তি যিনি নবুওয়্যতের দাবী করছেন। আপনি সেই ব্যক্তি যিনি মূর্তিগুলোকে অমর্যাদা করছেন। আপনি সেই ব্যক্তি যিনি আপনার পূর্বপুরুষেরা যা করে গেছেন তার সাথে দ্বিমত পোষণ করছেন, ইত্যাদি।

রাসুল (সা) আবু বকর (রাঃ)-র দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে আবু বকর, আমি তোমাকে জানাতে চাই যে আমি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-র একজন বার্তাবাহক। আল্লাহ আমার কাছে প্রকাশ করেছেন যে তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং

^৩ মুসলিম, আহমদ

মূর্তিপূজা ভুল। অন্যসকল দেবদেবীর এবাদত করা সম্পূর্ণ ভুল। আর আমি তোমাকে এই একই বিষয়ে সাবধান করছি। তাই আমি তোমাকে এই বিশ্বাসের (একত্ববাদ) দিকে আহ্বান করছি। তৎক্ষণাৎ আবু বকর (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর নবী এবং আমি শুধু আল্লাহর ইবাদত করি। আর ইনশাআল্লাহ আমি শুধু তাঁরই ইবাদাত করব! আল্লাহ যেন আমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দেন। আল্লাহ আমাদের তাঁদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন যাঁরা আবু বকর (রা) এর মত তৎক্ষণাৎ নিজেকে সমর্পণ করতে পেরেছেন!

তিনি শুনলেন এবং সাথে সাথে তা সঠিক বুঝতে পারলেন। আল্লাহ যেন আমাদের জন্য হিদায়াতের পথ খুলে দেন। ভাবুন তো! তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি আপনাকে জানি। আপনি সত্য ছাড়া আর কিছু বলেন না। আমরা যদি আগের সবকিছু সম্পর্কে আপনাকে বিশ্বাস করি, তাহলে এই নির্দিষ্ট বিষয়টি আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আমাকে মিথ্যে বলেন নি। সুতরাং এভাবে তিনি প্রথম স্বাধীন মানুষ হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনই ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রা)!

দাওয়াতঃ

এছাড়া আবু বকর (রা)-র অন্য আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর প্রচুর বন্ধুদের তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি একে একে সবার কাছে যান এবং তাঁদের বলেন, দেখ, শুধু আল্লাহর ইবাদত কর। শুধু তোমার সৃষ্টিকর্তার ইবাদত কর। এইসব মূর্তি আর মিথ্যা দেবদেবীকে ত্যাগ কর। এরা তোমার জন্য ক্ষতি বা ভাল কিছুই আনতে পারে না। মনে রেখো শুধু তোমার সৃষ্টিকর্তাই তোমার ইবাদাতের যোগ্য। আর তাঁরা সবাই একে একে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। আমি আপনাদেরকে রাসুল (সা)-র কিছু বিশেষ সাহাবীদের নাম বলছি যারা আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করা প্রথম স্বাধীন মানুষ আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর প্রভাবে অন্য যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেনঃ যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা), উসমান ইবনে আফনান (রা), তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ (রা), সাদ ইবনে আবু আক্কাস (রা), আবদুর রহমান ইবনে আইফন (রা), উসমান ইবনে মাখরুন (রা), আবু রুবাইদা আম উবনুর যাররাহ, আবু সালামাহ ইবনে আব্দুল আসাদ (রা), আরকান ইবনে আবুল আরকান (রা) [ইত্যাদি]। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকেও বলেন। ফলে তাঁর স্ত্রী উম্মে রুমান ইসলাম

গ্রহণ করেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা যারা সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিল এমনকি তাঁরাও তাকে অনুসরণ করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

এমনই প্রভাব রাখতে পেরেছিলেন আবু বকর (রা)! আর আমরা কয়জন আমাদের বন্ধুদের, যাদের সাথে আমরা একত্রে কাজ করি, নিত্যদিন একসাথে চলাফেরা করি তাঁদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বলি? মাঝেমাঝে আমরা অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু আমরা জানি না যে নাবি- রাসুলদের পর পৃথিবীতে পদচারণা করা সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর (রা)। আর তিনি যে মানুষগুলোর সাথে কথাবার্তা চালিয়েছেন, তাদের পেছনে [ইসলামে আনারজন্যে] তিনি তাঁর অন্যতম মহৎ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাদেরকে একজন একজন করে ইসলামে এনেছেন। তাই আমি আপনাদের আহ্বান করছি, আপনার আশেপাশের অমুসলিম মানুষগুলোকে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্যে, যদিও সেটা কেবল ছোটখাটো কোন ভূমিকার মাধ্যমে হয়- কোন সিডি কিংবা ছোট পুস্তিকা তাদের দিয়ে বলা- আমি চাই আপনি আমার দ্বীন সম্পর্কে জানুন। আল্লাহ্ আমাদের তাঁর দ্বীন প্রচারের তৌফিক দান করুন।

আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুক। আমরা আমাদের এক সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতের দিকে আহ্বান করছি, এবং আহ্বান করছি তাঁর সাথে অন্য কারও অংশীদার স্থাপন না করতে [অর্থাৎ শিরক না করতে]। আল্লাহ্ আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন [যারা এক সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করে] এবং যারা তাঁর দিকে আহ্বান করে। [আমীন]

জনসম্মুখে আসাঃ

আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রথম জনসম্মুখে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষকে সঠিকের পথে জনসম্মুখে আহ্বান করেছিলেন এবং তাদের রাসুল (সা) আনীত দ্বীন সম্পর্কে বুঝিয়েছিলেন। আর তাতে এরূপ হয়েছিল। যখন ৩৮ জন ইসলাম গ্রহণ করে, আবু বকর আস সিদ্দিক (রা) মুহাম্মাদ (সা) এর নিকট গেলেন এবং তাকে বললেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা), আপনি কি দেখছেন না আমরা সঠিক পথে আছি, কেন তাহলে আমরা প্রকাশ্যে বের হই না ও মানুষজনের সাথে কথা বলি না এবং প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেই না? রাসুল (সা) বলেন- অপেক্ষা কর, আমরা এখনো দুর্বল অবস্থায়, আমরা অপেক্ষা করতে বা ধৈর্য ধরতে পারি। এখনো এটা সঠিক সময় নয়। পরে তিনি

তাকে (আবু বকর রা কে) অনুমতি দিলেন, আবু বকর আস সিদ্দিক (রা) মসজিদের কোণায় দাঁড়ালেন। মসজিদ বলতে ঠিক সেরকম নয় যেমনটা আজ আমরা দেখি, তবে সেটার অবস্থান কাবার কাছাকাছি। তিনি ইসলামের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, মূর্তিপূজা কতটা নিকৃষ্ট কাজ- সে ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। তিনি বলছিলেন যে তাদের পূর্বপুরুষ মূর্তিপূজা করে কতটা ভুল ছিল এবং কতটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ করত- আর এর ফলে সাথে সাথে কুরাইশের মানুষেরা তাকে নিয়ে আজোবাজে কথা বলতে লাগল, তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল, উতবাহ ইবনে রাবিয়াহ তাকে জুতা দিয়ে মারতে শুরু করলেন! সে তাকে এতই মারল যে আবু বকর (রা) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সে তার গোত্রের লোকেরা আসা পর্যন্ত আবু বকর আস সিদ্দিক (রা) কে প্রহার করা চালিয়ে যেতে লাগল। তারা ‘বনু তাইম’ বলে পরিচিত ছিল, অর্থাৎ তাইমের লোক। বনু তাইমের লোকেরা এসে লোকটিকে থামাল। তারা এই লোকটিকে সরিয়ে নিয়ে মারতে মানা করল। আর আবু বকর (রা) অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালবাসাঃ

বানু তাইমের লোকেরা আবু বকর (রা)-কে প্রশ্ন করতে থাকলো, তিনি জীবিত আছেন কিনা বোঝার জন্যে- অর্থাৎ যদি তিনি উত্তর দেন, তার মানে তিনি জীবিত আছেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর মায়ের নাম ছিলো উম্মুল খাইর। তাঁর বেলায় অসাধারণ কিছু হয়েছিল। তাঁর ছেলে যখন অচেতন অবস্থায় ছিল, তিনি তাঁর দেখাশোনা করছিলেন। আবু বকর (রা)-র জ্ঞান ফিরলে উনি সর্বাত্মক চেষ্টা করতে লাগলেন তাকে খাওয়ানোর জন্য। তিনি তাকে পানি পান করাতে চেষ্টা করছিলেন আর একটু পরপরই আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করছিলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কি অবস্থায় আছেন? তিনি ভেবেছিলেন যে ওরা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথেও কিছু একটা করেছে। তাই আরো উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইছিলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কেমন আছেন। কোনকিছুই খেতে রাজী ছিলেন না। তার মা উম্মুল খাইর বললো- আমি কিভাবে জানবো মুহাম্মাদ (সা)-এর খবর? তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তখন আবু বকর (রা) বললেন- উম্মু জামিল বিনতে আল খাত্তাবকে জিজ্ঞাসা করুন, উনি জানেন। তো উম্মুল খাইর (আবু বকরের মা) জিজ্ঞেস করলেন উম্মু জামিল, অর্থাৎ উমার (রা)-এর কন্যাকে- মুহাম্মাদ (সা)-এর কি খবর? আমার ছেলে জিজ্ঞাসা করেছে। উনি উত্তর দিলেন- আমি আপনার ছেলেকেও চিনি না, মুহাম্মাদ (সা)-কেও চিনি না। তাই তিনি উনাকে

সেই ঘটনাটি শোনালেন, তখন ইবনুল খাত্তাবের মেয়ে, অর্থাৎ উমার (রা)-এর বোন জিজ্ঞাসা করলেন- আচ্ছা, উনি কোথায়? তখন তাকে জানানো হল যে আবু বকর (রা) তখন অচেতন অবস্থায় আছে।

সুবহানআল্লাহ, যখন তাকে আবু বকর (রা) এর কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি বললেন-মুহাম্মাদ (সা) ঠিক আছেন। আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন- এখন কোথায় উনি? তিনি উত্তর দিলেন- উনি এখন আরকাম ইবনু আবিল আরকামের বাসায়। শুনে আবু বকর (রা) বললেন- আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন, আমি উনাকে দেখতে চাই! এমনই ছিলেন তিনি, ছিল তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা!

উনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। যখন তিনি রাসুল (সা) কে দেখলেন, তখন এত খুশী হলেন যে এইবার উনি কিছু একটা খেতে রাজী হলেন। সুবহানআল্লাহ! দেখুন শুরু থেকেই মুহাম্মাদ (সা) প্রতি তার ভালোবাসা কেমন ছিলো। এরপর রাসুল (সা)-কে আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন- আমার মা আমাকে অনেক ভালোবাসে, তাকে ইসলামের দাওয়াত দিন এবং তার জন্য দোয়া করুন। রাসুল (সা) আবু বকর (রা)-এর মায়ের সাথে অল্প কিছু কথা বললেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। সুবহানআল্লাহ! তিনি তখন বললেন- ও আমার ছেলে আর তুমি ওর বন্ধু। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। আর আমি জানি এবং সাক্ষী থাকলাম যে তুমি আল্লাহ [সুবহানাহ্ ওয়া তাআলার] রাসুল। এভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করা ব্যক্তিদের মধ্যে शामिल হলেন।

কৃতদাস মুক্ত করাঃ

এবার আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর পরবর্তী ঘটনার কথা বলবো। তিনি মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। তিনি প্রচুর কান্নাকাটি করতেন। তিনি অনেক চিকন এবং ফর্সা ছিলেন। তার ঘাড়ের দিককার অংশ তেমন মোটা ছিলো না। তিনি খুবই চিকন আর খাটো ছিলেন। সুবহানআল্লাহ। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে ভালোবাসতেন। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করতো, যারা ছিলো দাওয়াতপ্রাপ্ত, তিনি সবসময়ে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলো বিলাল ইবনু রাবাহ। সে ছিলো উমাইয়া ইবনুল খালাফ এর কৃতদাস। সে ইসলাম গ্রহণ করলে তার মনিব তার প্রতি অত্যাচার শুরু করে। তাকে ভয় প্রদর্শন

এবং জোড় করে তার বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে গরম বালির উপর তাকে শুইয়ে টানা-হেচড়া করা হত। এতটা অত্যাচার করা হত! আবু বকর সিদ্দিক (রা) উমাইয়ার কাছে যান এবং উমাইয়াকে বলেন- শোন উমাইয়া, তুমি এই লোকটার ক্ষতি করে কি লাভ পাও? আমি তোমার কাছ থেকে টাকা দিয়ে ওকে কিনে নিবো অথবা আমার একজন অমুসলিম গোলামের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে ওকে নিয়ে নিবো। উমাইয়া টাকার বিনিময়ে রাজী হয়। বিলাল ইবনু রাবাহ (রা) কে আবু বকর সিদ্দিক (রা) কিনে নেন এবং তাকে মুসলিম হিসেবে আযাদ করে দেন। ফলে তার ভোগান্তির অবসান হয়।

আবু বকর সিদ্দিক (রা) অনেক কাঁদতেন আর খুব নরম হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি আমির ইবনু ফুহইরা এবং উম্মু উমাইয়াকে মুক্ত করে দেন এবং যিন্নিরা নামের এক কৃতদাসিনীকে কিনে মুক্ত করে দেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। কুরাইশরা বলতে লাগল- এই যিন্নিরা তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে কেননা সে মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু নাহ! তারা একথা বলতে না বলতেই যিন্নিরা দুআ করেছিল- হে আল্লাহ্, আমাকে সুস্থ কর, আপনার কাছে আমি চাচ্ছি, আমাকে সুস্থ করে দিন এবং আমার চোখকে ঠিক করে দিন। আর সাথে সাথেই সে সুস্থ হয়ে যায়। সুবহান-আল্লাহ্! এটা ছিল কুরাইশদের মুখের উপর বাড়ি মেরে আল্লাহ্ সুবহানাহ্-ওয়া-তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি একটি অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ্ আমাদের ভালো কিছু প্রদান করুন [আমীন]।

আস-সিদ্দিকঃ

আবু বকর সিদ্দিক (রা) মিরাজের ঘটনার পর ‘আস-সিদ্দিক’ হিসেবে আরও পরিচিত হতে থাকেন। জানেন কি হয়েছিল তখন? যখন রাসুলুল্লাহ (স) নিজে, সশরীরে, সাত আসমানের উর্ধ্বে গিয়ে আবার একই রাতে ফিরে এসেছিলেন, বাইতুল মূকদিস এবং জেরুসালেমে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন- কুরাইশের মানুষেরা সেটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল- কিভাবে একজন মানুষের একদিনে বায়তুল মাকদিসে গিয়ে সাত আসমানের উপর আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে ফিরে আসা সম্ভব? এটা অসম্ভব। তাই তারা আবু বকর (রা)-কে পরীক্ষা করতে চাইল। তারা তাকে বলল— তোমার বন্ধু [অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ(স)] বলছে যে সে জেরুজালেমে গিয়েছিল, সাত আসমানের উপরে গিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে ফিরে এসেছে, তাও আবার এক রাতে। তুমি কি এটা বিশ্বাস

কর?। আবু বকর (রা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, উনি কি আসলেই এটা বলেছেন? তারা বলল- হ্যাঁ, সে এটাই দাবি করছে! তো তারা অর্থাৎ কুরাইশরা উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল ভেবে যে আবু বকর (রা) এখন রাসুলুল্লাহ (সা)-এর উপর মিথ্যারোপ করবে। আবু বকর (রা) বললেন- ওয়াল্লাহি, যদি উনি এটা বলে থাকেন, আমি এতে বিশ্বাস করি। এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে তিনি সত্য বলেছেন!

তিনি পরিচিত ছিলেন ‘আস-সিদ্দিক’ হিসেবে। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর প্রেরিত বার্তাতে [দ্বীন] পুরোপুরি ঈমান এনেছিলেন। তিনি আরও একটি কথা যোগ করেছিলেন- আমি তাকে এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বাস করি। উনি বলেছেন যে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছ থেকে নাজিলকৃত বাণী নিয়ে আসেন। আমি সেটা বিশ্বাস করি। আর (মিরাজ) বিশ্বাস করা আসলে [তা হতে] ছোট ব্যাপার! সুবহান-আল্লাহ! আল্লাহ আমাদের জন্যে সহজ করুন এবং মঙ্গল করুন। আমাদের সত্যিকারের বিশ্বাসী বানিয়ে দিন [আমীন]।

তুর পাহাড়ের গুহায় রাসুলুল্লাহকে (সা) সঙ্গঃ

আল্লাহ বলেন- মনে রেখো, যদি তোমরা আল্লাহর রাসুলকে সাহায্য না করে থাকো, আল্লাহ তাকে আগেও সাহায্য করেছেন। যখন তারা তুর পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে ছিলো, কে কে ছিলো? আবু বকর আস-সিদ্দিক এবং মুহাম্মাদ (সা); আর আল্লাহ বলেছেন যে তিনি সাথে ছিলেন, তাদের সাহায্য করেছেন! আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তায়াল্লা তাদেরকে এমন একদল সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন যাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তায়াল্লা যেন আমাদেরকেও সাহায্য করেন এবং আমাদেরকে তাদের দলে রাখেন যারা সবসময়ই আল্লাহকে স্মরণ করে।

এগুলো ছিলো হিজরতের সময়ে হওয়া কিছু ভালো ব্যাপার, এগুলো হল তৎকালীন সময়ে হওয়া যুদ্ধগুলোর সময়ে আবু বকর (রাঃ) এর সততা এবং একনিষ্ঠতার দৃষ্টান্ত। যখন মক্কার লোকেরা মুসলিমদের ধন সম্পদ নিয়ে গিয়েছিলো আর সেইসব ধন সম্পদ ফেরত চলে আসে পরবর্তী যুদ্ধসমূহের মাধ্যমে। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে একটা যুদ্ধও বাদ দেন নাই। বদরের যুদ্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তী সব যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী দিনে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মৃত্যুর আগের অসুস্থ সময়ের কথা সম্পর্কে আলোচনা করবো। মূলত কি হয়েছিলো এবং আরো কিছু ঘটনার কথা বলবো- যেগুলো বাছাই করেছি। আমরা

কথা বলার জন্য ৩০ মিনিট সময় ঠিক করেছি, আর সেটা পার হয়ে গেছে। এই বরকত (রমজান) বার বার ফিরে আসায় আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের সবার জন্য সহজ করে দেন। আমি জানি এখানে খুব গরম, এবং আমি জানি যে আপনারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, সারা বিশ্বের লোকেরা এটা শুনছে- আল্লাহর সাহায্যের কারণে আমরা রমজানে মাসটা খুব সুন্দরভাবে শুরু করেছি আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যেন আমাদের শক্তি থাকে শুধুমাত্র রোজা থাকার জন্য না বরং তারাবী পড়ার জন্য এবং ইসলামের সেইসব সাহসী মানুষের কাহিনী শোনার জন্য- জানতে পারার জন্য তারা কারা এবং তারা কিসের জন্য সংগ্রাম করেছিলো! যাতে আমরা তাদের আত্মত্যাগের ঘটনা জানতে পারি এবং তাদের মত হওয়ার চেষ্টা করি আল্লাহ যেন আমাদেরকেও সামান্য হলেও তাদের মত হওয়ার তাওফীক দান করেন [আমীন]।

-প্রথম পর্ব সমাপ্ত-

দ্বিতীয় দিন

রাসূল (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাত করতে চাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সফরসঙ্গী হিসাবে মূলত আবু বক্কর আস সিদ্দিক(রা)-ই ছিলেন। এটি ছিল আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলারই ইচ্ছা। আসলে এটি ছিল আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্য একটি উপহার।

মনে করুন, আমরা বলেছিলাম যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার সংগ্রহে ৪০ হাজার রোপ্য মুদ্রা ছিল। আমাদের ব্যাপারটা বোঝা দরকার-কারণ যেদিন তিনি রাসূল (সঃ) এর সাথে হিজরত করেন তখন তার কাছে ছিল মাত্র ৫০০ রোপ্য মুদ্রা! এত অল্প সময় ব্যবধানে তা ৪০ হাজার থেকে কমে ৫০০ হয়ে গেল! এটার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে- তিনি এগুলো ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মালিক দ্বারা নির্যাতিত দাসদের মুক্তির জন্যে এগুলো ব্যয় করেছিলেন। তিনি তাদের কিনে নিতেন এবং সাথে সাথে তাদেরকে মুক্তও করে দিতেন। আর এজন্যই তার সেই বিশাল সম্পদ ক্রমে শেষের দিকে চলে আসছিল। আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা তার উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

রাসুলুল্লাহর (সা) শ্বশুরঃ

পরে রাসুলুল্লাহ (স)-এর সাথে আয়েশা (রা) এর বিয়ে হলে তিনি রাসুলুল্লাহ (স) এর শ্বশুর হন। তাই তিনি কেবল ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষই নন, তিনি রাসুলুল্লাহ (স) এর শ্বশুরও ছিলেন, যদিও বয়সে ২ বছরের ছোট ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ (স)-র জীবনের একটি ঘটনা। একদিন তিনি এবং আয়েশা (রা) মদিনা-মুনাওয়ারাতে ঘরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। আয়েশা (রা) একটু উচ্চ স্বরে কথা বলছিলেন, যেন মনে হচ্ছিল তিনি ঝগড়া করছেন- আর আবু বক্কর (রা) ঘরের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। তিনি অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সাথে সাথে তার কন্যাকে ধমক দিয়ে বলতে লাগলেন- তুমি কিভাবে রাসূল(স)-র সাথে এভাবে কথা বলার সাহস পাও? কিভাবে তুমি তোমার গলার স্বরকে তাঁর সামনে এভাবে উচু কর! তখন রাসূল(স) তাদের উভয়ের মাঝে এসে তাঁর স্ত্রীকে থামালেন এবং আবু বক্কর (রা)-কে তাঁর কন্যাকে ওভাবে বলতে নিষেধ করলেন। আবু বক্কর (রা) উভয়ের দিকে তাকালেন এবং চলে গেলেন।

কিছু সময় পর তিনি আবারও যখন ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আয়েশা (রা)-র হাসির শব্দ শুনতে পেলেন। তাই তিনি আবারও ঘরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করলেন- আমাকে আপনাদের আনন্দের মুহূর্তে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিন যেভাবে একটু আগে আমি আপনাদের ঝগড়ার সময় অংশ নিয়েছিলাম।

অসাধারণ! এখানে থেকে একটি বিষয় শিক্ষা নেওয়া যায়। সেই যুগে কোন বাবা তাঁর মেয়েকে শেখাতেন যে কিভাবে তার স্বামীর সাথে কথা বলা উচিত। আজকের দিনে সমস্যা এমনই যে- না স্বামী জানেন কিভাবে স্ত্রীর সাথে কথা বলতে হয়, আর না স্ত্রী জানেন কিভাবে স্বামীর সাথে কথা বলতে হয়। আর তারই সাথে, ঠিক-ভুল বিবেচনা না করেই পিতামাতারা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েন এবং ‘কে তাদের আপন’- সে ভিত্তিতে বিচার করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ভাল মানুষের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ক্ষমার অনুপম দৃষ্টান্তঃ

আবু বকর (রা) এর জীবনের আরেকটি ঘটনা- যেখানে ক্ষমার এক মহান দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি ক্ষমার এক মহান শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিলেন ক্ষমা করতে। এখন দেখা যাক কি ছিল সেই ঘটনা।

তাঁর কন্যা আয়েশা বিনতে সিদ্দিক (রা), রাসূল(স)-র স্ত্রী, তাকে মদিনার মুনাফিকরা ব্যভিচারের চরম অপবাদ দিয়েছিল! নাউজুবিল্লাহ! আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা আমাদেরকে এমন অপবাদ থেকে হেফাজত করুন এবং অন্যের উপর এমন অপবাদ আরোপ করা থেকেও হেফাজত করুন।

ঘটনাটির পর রাসূল (স) খুব আঘাত পেলেন কিন্তু আবু বকর (রা) আরো বেশি আঘাত পেলেন কেননা আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তারই কন্যা, তিনি রাসূল (স)-র সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি জানতেন যে এমন অপবাদ থেকে তার কন্যা ছিল পবিত্র।

এক দরিদ্র আত্মীয়, যাকে আবু বকর (রা) অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন-সে এই অপবাদ প্রচার করছিল। সেই আত্মীয় এ অপবাদ নিজে রচনা করেনি, কিন্তু সে এটি লোকজনের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন- তোমরা নতুন খবরটি শোননি? কি ঘটেছে তা তোমরা জানো? এবং সে সেই

কিচ্ছাকাহিনী বলে বেড়াত। এমন মিথ্যা প্রচারণা এতই ক্ষতিকর যে আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা কোরআনে বলেছেন যে এমন মিথ্যা প্রচার করবে আল্লাহর শাস্তি এবং ক্রোধ-এর কিছু অংশ তার উপর আপতিত হবে! যাই হোক, আবু বকর (রা) খুবই হতাশ হয়ে পড়লেন এবং একটি শপথ করলেন। কি ছিল সেই শপথ? তিনি বললেন- আল্লাহর নামে শপথ করছি আমি আর কখনো আমার এই আত্মীয় কে সাহায্য করবোনা। আমি তাকে অর্থ দিয়েছি, দেখাশোনা করেছি। তবে কি সে বিনিময় হিসেবে আমাকে এগুলি দিলো? তখন আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা আয়াত নাযিল করলেন। আয়াতটি সূরা নূর-এ নাযিল করা হয় আবু বকর (রা) ও তাঁর সেই শপথ সম্পর্কে, যা তিনি (রা) মেসবাহ ইবনে আতাতা (রা) এর উদ্দেশ্যে করেছিলেন।

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا

وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।⁴

আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলা একদিকে আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর প্রশংসা করলেন তাকে *أَوْلُو الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ* বলে, অর্থাৎ তাকওয়াবানদের মধ্যে একজন হিসাবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাচুর্যবান হিসাবে। আল্লাহ বললেন- তোমাদের মধ্যে যারা প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন এমন শপথ না করে যে তারা ব্যয় করবেনা তাদের আত্মীয়দের জন্য, হিজরতকারীদের জন্যে, আর যারা দরিদ্র তাদের জন্য। বরং তাদের উচিত ক্ষমা করা এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

⁴ সূরা আন নূর- আয়াত:২২

এখান থেকে আমরা একটি শিক্ষা পাই- আবু বকর সিদ্দিক (রা) তখন সাথে-সাথে বললেন, আমি আমার শপথের ক্ষতিপূরণ করবো এবং আমি পুনরায় তার জন্য ব্যয় করতে শুরু করব। তিনি কোন সন্দেহ রাখেননি, এবং এতটুকু দেরিও করেননি বরং সাথে সাথেই রাজি হয়েছেন যে- কোন সমস্যা নেই, যে লোকটি আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমার পরিবারকে কষ্ট দিয়েছে, আমার পরিবারের একজনের বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়িয়ে আমার ক্ষতি করেছে- যেহেতু আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যদি আমি ক্ষমা পেতে চাই আমাকে ক্ষমা করা শিখতে হবে, তাই তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার প্রতি সাহায্যও অব্যাহত রাখব।

ইনিই হচ্ছেন নাবিদের [আ] পর আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তাআলার কাছে পৃথিবীতে যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ, আবু বক্কর সিদ্দিক (রা)।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যারা আমাদের সাথে অন্যায় কিছু করে তাদেরকে যখন আমরা ক্ষমা করিনা, তখন দেখবেন অনেক সময় ব্যাপারটা এমন হয় যে সত্যিই হয়ত দোষটা তাদের- আমরা জানি, কিন্তু এই ভাবনাটা মনের ভেতর চেপে রাখাটা আমাদেরকে যতটা কষ্ট দেয়, তাদেরকে মোটেও ততটা প্রভাবিত করেনা। তাই ওই সময়গুলোতে এরকম চাপা কষ্টগুলোকে ঝেড়ে ফেলার মানে (ক্ষমা করলে) আল্লাহ আমাদের দিকে করুণার দৃষ্টি দিবেন আর আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিবেন। তাই চলুন, আমরা আবু বকর আস সিদ্দিক (রঃ)-র কাছ থেকে শিক্ষা নেই। এতক্ষণ আমরা একটা অসাধারণ ঘটনা শুনলাম।

আল্লাহর রাস্তায় দানঃ

আরেকটি চমৎকার ঘটনা আমরা পাই তাবুক যুদ্ধের ঠিক আগের সময়টাতে- যখন সব মুসলিমরা একত্র হল আর রসুল (স) তাবুকে প্রেরণের লক্ষে সেনাদল প্রস্তুত করার জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু করলেন। পরিমাণের দিক থেকে এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি দান করেছিলেন উসমান বিন আফফান (র)। অর্থাৎ, টাকার অঙ্কে কেউই উসমান(র)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেননি। কিন্তু আপনি যদি শতকরা হার বিবেচনা করেন তখন খেয়াল করবেন - উমর(রঃ) আসলেন তার সম্পদ নিয়ে। তিনি খুবই উৎফুল্ল ছিলেন কারণ সেখানে সৎকাজে প্রতিযোগিতা চলছিল। আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দেন যে- যদি আমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে চাই, তাহলে সেটা সৎকাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা। কোন দুনিয়াবি জিনিসের জন্যে নয়।

তাই এটা ছিল আল্লাহর রাস্তায় দান করার প্রতিযোগিতা। উমর ইবনুল খাত্তাব (রঃ) বললেন – আজকে আমি আবু বকর (রঃ) কে হারিয়ে দিব- অর্থাৎ, আজকে আমি তার চেয়েও বেশি খরচ করব। রসুল (সঃ) উমর ইবনুল খাত্তাব (রঃ)- কে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি পরিমাণ ব্যয় করলে? তোমার পরিবারের জন্য তুমি কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন- হে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি আমার সম্পত্তির অর্ধেক রেখে এসেছি ওদের জন্য। তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন, তিনি আল্লাহর কাছে দুয়া করেছিলেন- হে আল্লাহ, তুমি আমার দান কবুল কর। মনে মনে তিনি ভাবছিলেন- আজকে আমি আবু বকরের চাইতে বেশি ব্যয় করতে পেরেছি, কারণ আমি আমার সম্পত্তির ৫০% ই ব্যয় করেছি। এরপর আসলেন আবু বকর আস সিদ্দিক আব্দুল্লাহ ইবন উসমান (রঃ)। তিনি এগিয়ে এলেন এবং বললেন- হে রসুল (সঃ), এই নিন, এই যুদ্ধের জন্য আমার যতটুকু দেবার আছে তা আমি নিয়ে এসেছি। তখন রসুল (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন- হে আবু বকর, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি জবাব দিলেন- হে রসুল (সঃ), আমি আল্লাহ আর তাঁর রসুলকে রেখে এসেছি। সুবহানআল্লাহ!

এর মানে হচ্ছে, আমার সম্পত্তির পুরো ১০০%-ই আমি এখানে দিলাম; একেবারে সবটুকুই। সামনের বেলায় কি খাব, আল্লাহই তার ব্যবস্থা করে দিবেন; কোন সমস্যা নেই! সুবহানআল্লাহ! দেখুন, কেমন ছিল এই মানুষটার বিশ্বাস, যিনি ছিলেন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়াতায়াল্লা-র প্রেরিত নবী-রসুলদের পর এ পৃথিবীতে পদার্পণকারী শ্রেষ্ঠ মানুষ। এক বর্ণনায় এসেছে যে- আমার উম্মতের পুরুষদের মধ্য থেকে আবু বকর আস সিদ্দিক সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আমরা দোয়া করি আল্লাহ যাতে আমাদেরকে অন্তত জান্নাতে প্রবেশ করতে দেন।

আমরা জানতে পারি যে তিনি (আবু বকর রঃ) হবেন মুহম্মদ (সঃ) এর উম্মতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী, আবু দাউদের বর্ণনা অনুসারে। আল্লাহ সুবহানাওয়াতায়াল্লা যেন আমাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হন।

তিনিই হলেন আবু বকর সিদ্দিক [রা]।

সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বঃ

পরবর্তীতে যখন রসুল(স) অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন একজন মহিলা এলেন তার কাছে এবং কিছু একটা বললেন। রসুল (স) সেই মহিলাকে বললেন পরের বছর আবার আসতে। মহিলাটি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন – আগামী বছর এসে আমি যদি আপনাকে না পাই? রসুল(স) তৎক্ষণাৎ বললেন – যদি আমাকে না পাও, তাহলে আবু বকর আস-সিদ্দিকের কাছে যেও। এটা ছিল একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে তিনিই (আবু বকর র.) হতে যাচ্ছিলেন আগামীর নেতা- খলীফা।

তিনি ছিলেন প্রথম খালিফা, মুহাম্মদ (সা)-এর পর প্রথম উত্তরসূরি, এটি নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। ইনশা-আল্লাহ্ আমরা কিছুক্ষণ এর মাঝেই এটি নিয়ে আলোচনা করব।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মঙ্গল করুন। এছাড়া আরেকসময় মুহাম্মদ (সা) এতো বেশী অসুস্থ ছিলেন যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষ সময়টুকুতে সালাত আদায় করার জন্য বাইরে বের হয়ে আসতে পারেন নি। তখন তাঁর সাথিগণ (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্ এর রাসুল (সা) আপনি কি সালাত আদায় এর জন্য বাইরে আসতে পারবেন? তিনি বললেন- আবু বকর কে সালাত এর ইমামতি করতে বলুন। কিছুক্ষণ পর সাহাবিগণ পুনরায় রাসুল (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহ্ এর রাসুল (সা) আপনি কি সালাত আদায় এর জন্য আসতে পারবেন? তিনি পুনরায় বললেন- আবু বকর-কে সালাত এর ইমামতি করতে বলুন। তৃতীয়বার-ও তিনি একই কথা বললেন। অতঃপর আবু বকর সিদ্দিক (রা) সালাতের ইমামতি করলেন। সুতরাং রাসুল (সা) থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সেই সালাত এর ইমাম হবার যোগ্য যার মাঝে কুর'আন এর জ্ঞান সবথেকে বেশী। “কুরআন-এর জ্ঞান সবথেকে বেশী যার সেই যোগ্য”- এর মানে হচ্ছে, কুর'আন এর ভাষা, অর্থ, তিলাওয়াতের দক্ষতা এসবকিছু বোঝায়। আর আবু বকর (রা) এর মাঝে রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর জীবদ্দশাতে ইমাম হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি রাসুল (সা) এর উপস্থিতিতে বিশেষ উপায়ে ফরজ সালাত এর ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন!

আল্লাহ্ সুবহানা ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আবু বকর আস সিদ্দিক (রা) এর মর্যাদা বোঝার তৌফিক দান করুন। যেমনটি আমরা বলেছিলাম আগে- তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে উসমান (রা)।

অতঃপর যখন রাসুলুল্লাহ (সা) মারা গেলেন, তিনি যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেই বাড়িতেই সমাধিস্থ হন, আর সেটা ছিল আবু বকর (রা) এর মেয়ের বাড়ি অথবা ঘর।

আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাঃ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর ছিল রাসুলুল্লাহ (সা) এর প্রতি তীব্র ভালবাসা, তিনি মারা যাবার খবর শুন্যর পর সেই বিখ্যাত কথাগুলো বললেন- যে বলবে মুহাম্মাদ (সা) মারা গেছেন আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেব, আমি এসব শুনতে চাইনা, তিনি মারা যাননি। এটি ছিল রাসুল (সা) প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ।

আবু বকর আস সিদ্দিক (রা) একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি পুনরায় তাঁদের সকল কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রশান্তভাবে। তিনি তাদেরকে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন- “আইয়ুহান নাস”, হে লোকসকল! তোমাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই- “মান কানা ইয়া’বুদু মুহাম্মাদান ফা-ইল্লা মুহাম্মাদান ক্বাদমাত (সা)”- যারা মুহাম্মাদ এর উপাসনা করত তারা জেনে নিক যে তিনি মারা গেছেন, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আর যারা আল্লাহ এর ইবাদাত করে তাঁরা জানুক আল্লাহ্ অবিনশ্বর চিরঞ্জীব”। “ওয়া মান কানা ইয়া’বুদুল্লাহা, ফা ইল্লাল্লাহা লা য়ুন ইয়া’লামুস”।

অতঃপর আবু বকর সিদ্দিক (রা) এই আয়াত পাঠ করলেন- “ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহিররাসুল। আফা ইম্মাতা আও কুতিলান কালাবতুম আ’লা আ’কাবিকুম। অয়া মাই ইয়ান কালিব ‘আলা ‘আকিবাইহি ফালান ইয়াদুররাল্লাহা শাইআ। ওয়া ইয়াজযিল্লাহ্”

এই আয়াত দ্বারা তিনি মানুষ কে বোঝাতে চেয়েছিলেন মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তাআলার একজন রাসূল ব্যাতিত আর কেউ নন। আল্লাহ্ এর সবচেয়ে মহান সৃষ্টি, আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা’আলার রাসূল। এই আয়াতে আরও বলা হয়েছে- যদি তিনি মারা যান অথবা তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে তাঁরা কোনভাবেই আল্লাহ্ সুবহানু ওয়া তা’আলার ক্ষতি করতে পারবেনা। এই আয়াত শোনার পর সাহাবীগণ (রা) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং তাঁরা বললেন, এমন মনে হল যেন আমরা প্রথমবারের মত এই আয়াত শুনতে পাচ্ছি। আমরা ভাগ্যবান যে আমরা আবু বকর সিদ্দিক (রা)-র দ্বারা এটি স্মরণ করতে পেরেছি।

ইসলামের প্রথম খলিফাঃ

যখন একজন দলনেতার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় সাকিফাতু বানি সা'ইদা-তে, যেটি মসজিদ-এ-নববী এর বাহিরে মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থিত। এখনও এটি সেখানেই আছে, যদি আপনি দেখতে চান তবে তাঁরা ঐ জায়গাটি কোথায় ছিল তা দেখিয়ে দিবে।

ওখানে আনসারগণ সমবেত হলেন রাসুলুল্লাহ (সা) এর পরবর্তি দলনেতা নির্বাচন-এর জন্য। কিন্তু ওখানে তাঁরা সাদ ইবনে উবাদা (রা) কে তাদের দলনেতা হিসেবে মনোনীত করতে চেষ্টা করেছিলেন। যখন কুরাইশের মুসলিমরা মুহাজিরিনরা এ কথা শুনে ওখানে আসলেন এবং আনসারগণকে বললেন যে, রাসুল (সা) স্পষ্ট করে বলে গিয়েছেন দলনেতা (খলিফা) অবশ্যই কুরাইশদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতে হবে।

এই উত্তরসূরি হতে হবে কুরাইশদের মধ্য হতে। এবং আবু বকর (রাঃ) হলেন এমন একজন যার কাছে ব্যাখ্যা ছিল এবং তিনি সকলকে বুঝিয়ে বললেন- তোমরা কি জানো যে, পরবর্তি দলনেতা বাছাই শুধু মাত্র কুরাইশ গোত্রের লোকদের মধ্য থেকে হবে? এখানে উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আরও অনেকেই রয়েছেন। আসুন আমরা তাঁদের মধ্য থেকে একজন কে বাছাই করি।

উমর ইবনুল খাত্তাব এটি শুনে বললেন- না। তিনি হলেন আবু বকর, যাকে আমরা আমাদের নেতা নিযুক্ত করব। উনি কি সেই ব্যক্তি নন যাকে রাসুল (সা) নির্বাচিত করেছিলেন এবং অসুস্থ অবস্থায় সালাত এর ইমামতি করার জন্য বাছাই করেছিলেন? তিনি কি সেই ব্যক্তি নন যার গুণাবলীর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন? তাঁর অনেক গুণের কথা বলা হয়েছে! এবং তখন বাইয়াতের জন্যে আবু বকর (রা)-কে নির্বাচিত করা হয়। মুহাম্মদ (সা) এর প্রথম উত্তরসূরি ছিলেন তিনি।

আবু বাকর আস সিদ্দিক রাঈয়াল্লাহু আনহু শুধুমাত্র খালিফাই ছিলেন না, তিনি বিচারকাজ ও মীমাংসা করতেন। একাজ করতে গিয়ে তিনি উমর রাঈয়াল্লাহু আনহুর সাহায্য প্রচুর নিতেন। তাই তিনি সাহাবাদের মধ্য হতে ক্বায়ী/বিচারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

ইসলামের জন্যে অর্জন এবং উমার (রা)-কে খলিফা নির্বাচনঃ

তাঁর জীবনে অর্জন অনেক। সমগ্র আরব উপদ্বীপ তাঁর ২ বছরের শাসনকালে তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধীনস্থ হয়। [জীবনের শেষদিকে] তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সাহাবাদের ডাক দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর পরে উত্তরসূরি কার হওয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁরা তাদের মত দেন এবং বলেন- আপনার মতামতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে এবং আপনারই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করে গেলেন। অবশেষে তিনি উসমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুকে বললেন- আমি চাই আপনি লিখে রাখেন যে- আমি, আবু বাকর আস সিদ্দিক (রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু), যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর মুসলিমদের খলিফা, উমার ইবন খাত্তাব (রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু) কে আমার মৃত্যুর পর মুসলিমদের নেতা হিসাবে মনোনীত করলাম। মানুষ যেন আমার পর উমার (রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু) এর অনুগত হয়।

উসমান রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর লেখা এই কথাগুলো আবু বাকর আস সিদ্দিক রাদ্বীয়াল্লাহু আনহু তাঁর জীবনের শেষের দিকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। অল্প কিছু দিনের জন্য অসুস্থ ছিলেন তিনি। তার পরপরই তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তা'আলা তাঁর ওপর রহম করুন। তাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পাশে সমাহিত করা হয়। তিনি ৬৩ বছর বয়সে মারা যান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ২ বছরের ছোট ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুও হয় রাসুলুল্লাহর (সা) মতো ৬৩ বছর বয়সে, রাসুলুল্লাহর মৃত্যুর ২ বছর পর।

পরিবারের সদস্যসমূহঃ

এবার তাঁর পরিবারের সদস্য কারা ছিল দ্রুত দেখে নেওয়া যাক- তাঁর ৪ জন স্ত্রীর ঘরে ৬ জন সন্তান ছিল। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন কুতাইলা বিনত আব্দুল উযযা, যিনি আবদুল্লাহ ইবন আবু বাকর ও আসমা বিনতে আবু বাকর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুয়ার মা।

তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী উম্ম রুমান। তিনি আ'ইশা ও আব্দুর রাহমান ইবন আবু বাকর রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুয়ার মা। এরপর তিনি বিয়ে করেন আসমা বিনতে উমাইস রাদ্বীয়াল্লাহু আনহা কে, যার ঘরে মুহাম্মাদ ইবন আবু বাকরের জন্ম হয়।

লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর এক সন্তানের নাম রেখেছেন মুহাম্মাদ। তাঁকে মুহাম্মাদ ইবন আবু বাকর আস সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলে মানুষ চিনত। আসমা বিনতে উমাইস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা একজন আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ রাহমাতপ্রাপ্ত সাহাবিয়া ছিলেন। তার প্রথমে বিয়ে হয় জা'ফার ইবন আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে, যিনি শাহাদাত বরণ করেন। তারপর তাঁর বিয়ে হয় আবু বাকর আস সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে, এবং তাঁর মৃত্যুর পর আলী ইবন আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে! আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চতুর্থ স্ত্রী হলেন হাবিবা বিনতে খারিজা আল আনসারিয়া, যিনি মুলাইকা বিন্ত খারিজা নামেও পরিচিত। তিনি মাদীনাবাসীদের একজন ছিলেন। তাঁর ঘরে জন্ম হয় উম্ম কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার। এরা ছিলেন আবু বাকর আস সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের লোকজন।

নাবিদের (আ) পর পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ মানুষঃ

এই মানুষটিই ছিলেন একাধারে রাসুলদের পর পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ মানুষ, ইসলাম গ্রহণ করা প্রথম পুরুষ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর ইসলামের জন্য অত্যাচারিত দ্বিতীয় ব্যক্তি, রাসুলুল্লাহর পক্ষ সমর্থন করা প্রথম প্রতিবাদী ব্যক্তি, ইসলামের পথে অন্যদের দাওয়াত দেয়া প্রথম ব্যক্তি, প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়া প্রথম ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তি যিনি অত্যাচারিত দাসদের মুক্তি দিয়ে তাঁর সম্পদ ইসলামের খেদমত করার জন্য ব্যয় করেছেন।

তিনি আরও ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। এক যুদ্ধে সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে কে থাকবে। কেউ আসার আগেই আবু বাকর আস সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেখানে যান এবং গিয়ে বলেন- কার এত সাহস দেখি, আমি এখানে থাকতে রাসুলুল্লাহর কাছেও আসে!

তিনি ছিলেন পুরুষদের মধ্যে থেকে রাসুলুল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়। আমার ইবন-আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার কাছে সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?

তিনি জবাব দিলেন, আ'ইশা (রা)। আমার ইবন আল-আস আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি জবাব দিলেন- তার বাবা। এর অর্থ হচ্ছে, পুরুষ ব্যক্তিদের মধ্যে

রাসুল (সা) এর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন উসমান বা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বি কুহাফা- অর্থাৎ আবু বকর (রা)। আব্বুল আল-আমিন আমাদের মাঝে তাঁর প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ করে দিন, আর আমাদেরকে তাঁর প্রিয় মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।

আবু বাকর আস সিদ্দিক রাঈয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সাহাবাদের (রা) মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী। এত শক্তিশালী ছিল তাঁর ঈমান, যে যখনই কোন ওহী আসতো, তিনিই সর্বপ্রথম বিনা বাক্য ব্যয়ে তাতে আত্মসমর্পণ করতেন। কোন বিষয়ে ওহী থাকলে এরপর তাঁর আর কোন কথা থাকত না। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন যারা সত্যকে বিনাবাক্যে মেনে নেয়।

এছাড়া আবুবকর আস সিদ্দিক (রঃ) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম আল-কুরআন সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যখন পবিত্র আল-কুরআনের কোন আয়াত প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উপর নাযিল হতো, তখনি তিনি তা আত্মস্থ করে নিতেন, পরে তিনি এগুলো অন্য সাহাবীদের (র) সামনে তিলাওয়াত করে শুনাতেন, তখনি তাঁরাও মুখস্থ করে নিতেন।

তখনকার যুগে আমাদের মত চিপ কিংবা ডিস্ক বা ন্যানোসিস্টিকের মত প্রযুক্তি ছিল না। আমাদের মতো মেমোরি কার্ড, টাইপ রাইটার, কম্পিউটার ছিলো না। এমনকি বইও ছিল না এখনকার মত, বেশিরভাগ মানুষ নিরক্ষর ছিল। কিন্তু তাদের স্মৃতিশক্তি ছিল।

তারা প্রায়ই সবই মুখস্থ করে রাখতে পারতেন, এমনকি আমাদের এখনকার লিখিত বইয়ের থেকেও, কারণ বইয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল থাকে। কিন্তু তারা একেবারে সবকিছু, হুবহু স্মৃতিতে রাখতে পারতেন যা তাঁরা শুনতেন। এটা তখনকার দিনের বিশেষত্ব ছিল। তাঁরা নিজেরা মুখস্থ করে নিতেন, একে অন্যকে শেখাতেন।

আবুবকর আস-সিদ্দিকের (র) খিলাফতের সময় শুরুর দিকে এক যুদ্ধে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক হাফিজ (র) শহীদ হন। তিনি যায়িদ বিন সাবিত (র) কে কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁকে বলেন –যায়িদ, আমি চাইব যত লোকের কুরআন মুখস্থ আছে সেগুলো তুমি একত্র কর, এমনকি আল-কুরআনের যত আয়াত গাছের ছাল -বাকল, পাথরে, কাঠের গায়ে, বা যেখানে মানুষ তা সংরক্ষণ করে রেখেছে- তা একসাথে করতে থাক। অর্থাৎ তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরআন একত্রীকরণের কাজ শুরু করেছিলেন। আল্লাহ আমাদের

তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা এই মানুষগুলোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আজ এভাবে কুরআন পড়তে পারে।

বর্তমান সময়ে আমরা কত সহজে আল-কুরআন বই-রূপে হাতের কাছেই পাচ্ছি! তবুও আমরা তা পড়বার ক্ষেত্রে বেশী আলসে। ভাই ও বোনেরা, চেষ্টা করি এই মাসে পুরো কুর'আন তিলাওয়াত শেষ করার, এবং এই (রামাদান) মাসজুড়ে পুরো কুর'আনের অর্থ পাঠ করার। আল্লাহ আমাদের জন্যে সহজ করে দিন, এবং আমাদের আমলগুলো কবুল করে নিন।

এরপর, আবু বকর (রা) এর জীবনে আরেকটি ঘটনা, যেটা আবু বকর (রা) সম্পর্কে আমার পড়া সবচেয়ে বেশী স্পর্শ করার মত ঘটনাগুলোর একটি।

আবু হুরাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা) একদা এক আসরে সবাইকে উদ্দেশ্য করে কিছু প্রশ্ন করলেন, ওইদিনে করা ভাল বা সৎকাজ প্রসংগে—রসুলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন—

তোমাদের মধ্যে কে আজ আল্লাহর জন্যে রোজা রেখেছে? এটা কোন বিশেষ দিন ছিল না। যারা ইতিবাচক সাড়া দিলেন, তাদের একজন ছিল আবু বকর (রা)—ইয়া রসুলুল্লাহ (সঃ) আমি রেখেছি।

রসুলুল্লাহ (সা) এরপর জিজ্ঞেস করলেন— তোমাদের মধ্যে আজকে কোন মুসলিম—এর দাফন(সংক্রান্ত) কাজে সাহায্য করেছে? আবুবকর আস-সিদ্দিক (রা) এইবারও তাদের মধ্যে থেকে বললেন যে— তিনি তা করেছেন।

রসুলুল্লাহ (স) এইবার জিজ্ঞাসা করলেন —তোমাদের মধ্যে আজকে কে ক্ষুধার্তকে আহায্য দিয়েছে (অর্থাৎ সাদকার আমল করেছে)?- এবারো আবুবকর (রা) বললেন -তিনি তা করেছেন।

রসুলুল্লাহ (স) এবার জিজ্ঞেস করলেন —তোমাদের মধ্যে কে আজ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছে? এবারো আবুবকর আস-সিদ্দিক(রা) বলে উঠলেন যে, তিনি এটাও করেছেন।

তিনি ছিলেন সেখানে থাকা একমাত্র ব্যক্তি যিনি এইসবগুলো কাজই করেছিলেন (সুবহানআল্লাহ)। এরপর রসুলুল্লাহ (স) বললেন— আজকে যে এসমস্ত সৎকাজ করেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুবহানআল্লাহ)। কি মহান ব্যক্তি ছিলেন তিনি!

এইকারণে তিনি “আশআরা”দের একজন হিসেবে পরিচিত। আশআরা মানে হচ্ছে- এমন ১০ জন ব্যক্তি ছিলেন যাদের সরাসরি বলা হয়েছে যে তাঁরা জান্নাতবাসি হবেন। তাদের নামগুলো আমরা

পরবর্তী পর্বগুলোয় আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। এই ১০ জনের তালিকায় আবুবকর আস-সিদ্দিক(রা) সবসময়ই সবার উপরে ছিলেন, যেকোনো জায়গায় (বর্ণনায়) এই তালিকা দেখুন, দেখবেন আবু বকর (রা) সবার উপরে! তাকে একাধিক বার বলা হয়েছিল যে তিনি জান্নাতে যাবেন, তবুও তা তাকে অহংকারী করে তোলেনি, অথবা যা খুশি কাজে লিপ্ত করায়নি, তিনি এরপরও চিন্তিত এবং সচেতন ছিলেন।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাঁর উপর এবং আমাদের সবার উপর রহমত বর্ষণ করুন [আমীন]।

-দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত-